যায়যায়দিন

তারিখ ... 10 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় এমপিও নিয়ে হট্টগোল

যায়যায়দি রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও নিয়ে হইচই ও হট্টগোল করেছে এমপিও বঞ্চিতরা। এর মধ্যে ছিলেন সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও মহিলা লীগের নেতাকর্মী। রোববার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের অফিস কক্ষের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

এমপিও বঞ্চিতদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগের নয় বরং মন্ত্রী-এমপির সুপারিশ ছাড়া বিএনপি, জামায়াত এবং ছাত্র ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। আর বাদ পড়েছে বঙ্গবন্ধুর নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মন্ত্রী, এমপিদের ডিও লেটার দেয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অসাধু কর্মকর্তারা ফোন করে এমপিও প্রার্থীদের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে গিয়ে অর্থের লেনদেন করেছেন বলেও অভিযোগ করেন বঞ্চিতরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলন শেষে সাংবাদিকরা বের হয়ে এলে বঞ্চিতরা তাদের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ করেন। এ সময় গাজীপুরের এমপি আ ক ম মোজাম্মেল হক কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত না করায় ক্ষোভ প্রকাশ

এমপিও প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি পৃষ্ঠা-১৬ __হট্টগোল : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

হট্টগোল : এমপিও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধুর নামে হওয়ায় এমপিওভুক্ত করা হয়নি। তিনি জানান, শনিবার ওই স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করে। তিন ঘণ্টার অবরোধে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে তার আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেয়। এ কারণে তিনি (এমপি) মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী অভিযোগ করেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একটি অসাধু চক্র ফোন করে এমপিও প্রার্থীদের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে গিয়ে অর্থের লেনদেন করেছে। মন্ত্রী এমপিরা ডিও লেটার দেননি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওর তালিকায় রয়েছে। অথচ মন্ত্রী, এমপিদের একাধিক ডিও লেটার থাকলেও ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আহত ছাত্রলীগের সেন্টু জানান, আওয়ামী লীগের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু মন্ত্রী, এমপির সুপারিশ ছাড়া বিএনপি, জামায়াত এবং ছাত্র ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী আসমা জাহান ধাক্কি সাংবাদিকদের পথ রোধ করে বলেন, কুড়িগ্রাম জেলায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়নি। এখানে দুর্নীতি করা হয়েছে।

এদিকে শনিবার রাতে প্রবীণ সাংবাদিক এ বি এম মূসা বেসরকারি একটি টেলিভিশনে এমপিও নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেন। তিনি বলেন, কোনো কোনো এলাকার এমপিও বিক্রি করে দেয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা তাকে তা জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, ড. আলাউদ্দিন প্রণীত এমপিও নীতিমালা অনুসরণ না করে একটি বৃহত্তর জেলায় সর্বাধিক এমপিও দেয়া হয়েছে। এমপিও দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের কথাও বলেন তিনি।

এমপিওর তালিকা প্রকাশের পর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ ও ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করছে এমপিওবঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক ও এলাকাবাসী।

এমপিওভুক্তিতে কয়েকটি জেলার প্রাধান্য এবং এমপিও বৈষম্য নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমানে এমপিও বিবেচনাকালে দেখা গেছে, রাজশাহী বিভাগে ১ হাজার ৪৪৫টি স্কুল এবং ৪২৩টি কলেজ অর্থাৎ মোট ১ হাজার ৮৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যের চেয়ে বেশি রয়েছে। এ রকম খুলনা বিভাগে রয়েছে ৫৭৫টি স্কুল ও ১৩৬টি কলেজ এবং বরিশাল বিভাগে ৫৩৭টি স্কুল ও ৪৬টি কলেজ। রাজশাহী বিভাগের সব জেলায় স্কুল কলেজ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি আছে। রাজশাহীতে ৩৪৩টি, রংপুরে ১৪৭টি, পঞ্চগড়ে ১১৫টি, নীলফামারীতে ৫৯টি, নবাবগঞ্জে ৮৪টি, নাটোরে ১৩০টি, ঠাকুরগাঁওয়ে ১৪৯টি, বগুড়ায় ৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি আছে।

বিপরীতে ঢাকা বিভাগে প্রাপ্যের চেয়ে ৮১৭টি স্কুল এবং ৯৮টি কলেজ কম। একইভাবে সিলেট বিভাগে ১৮৯টি স্কুল ও ২২টি কলেজ এবং চট্টগ্রামে ৪১১টি স্কুল ও ১৪টি কলেজ প্রাপ্যের চেয়ে কম আছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। এমপিওতে বৈষম্যের অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, নীতিমালা অনুসরণ করেই এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে প্রাপ্যের চেয়ে কম আছে যেমন- পিছিয়ে পড়া, চরাঞ্চল, নারী শিক্ষায় পশ্চাৎপদ সেসব এলাকায় যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে এমপিও দেয়া হয়েছে। এমপিও বিক্রি সংক্রান্ত প্রবীণ সাংবাদিক এ বি এম মূসার অভিযোগও অস্বীকার করেন তিনি।